168

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়

সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়

।। মোঃ হাসিবুর রহমান বিপু ।।

বগুড়া, ৮ইফেব্রুয়ারি। সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম (এমইপি) '৯৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। সরকারী এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরাসরি কাজ করছে এমন একটি সূত্র জানায়, ৯৬ কোটি টাকার এই কর্মসূচীর এ পর্যন্ত লাভ করা অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়।

১৯৮০ সালে সরকারী "গণশিক্ষা" প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার পর ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় '৮২ সালে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ৫ বছর পর '৮৭ সালে ভিন্ন নামে আবারো একই কর্মসূচী চালু করা হয় এবং ব্যয় ধরা হয় ৪৯ কোটি টাকা। সরকার এই কর্মসূচীতে বরাদ্দ করে ৫ কোটি টাকা, বাদ বাকি টাকার ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক দু'টি সাহায্য সংস্থা ইউনিসেফ ও ইউএনডিপি। '৯০ সালে আবারো সম্প্রসারণ করা হয় এই কর্মসূচীর এবং আরো ব্যয় বৃদ্ধি করে ৯৬ কোটি টাকা করা হয়। কর্মসূচীর নাম সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম রেখে '৯২ সালে আবারো ৩ বছরের জন্য কার্যক্রমকাল সম্প্রসারণ করে '৯৫ সাল পর্যন্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের ৭৫ হাজার শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়েছে মাত্র ৫ হাজারের কিছু বেশি শিশুকে। মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ১৫ হাজার বালক-বালিকাকে। একই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা দেয়া হয়েছে মাত্র ৩ হাজার ৫শ' জনকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় কিশোর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ৩ লাখ কিশোর-কিশোরীর। এ পর্যন্ত বাস্তবে একজনকেও কিশোর শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। 'বয়স্ক শিক্ষা' কর্মসূচীর আওতায় ১৫ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ১০ লাখ ১৯ হাজার ৬শ' লোককে শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৫ লাখ লোককে এই কর্মসূচীর আওতায় এনে বইপত্র দেয়া হবে ৫ লাখ, যা তারা ব্যক্তিগত চেষ্টার মাধ্যমে কাজে লাগাবে। আর বাদ বাকি ৫ লাখ ১৯ হাজার ৬শ' লোককে দেয়া হবে কেন্দ্র শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার আওতায় এসেছে এ পর্যন্ত মাত্র ৩ হাজার ৫শ' লোক।